Available online at http://www.ijims.com
ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343
IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; UGC Recognized -UGC Journal No.: 47192

A short discussion on the character Foyara and people related to her from Nabarun Bhattacharyya's short stories

নবারুণ ভট্টাচার্যের ছোটগল্পে ফোয়ারা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত চরিত্ররা: একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

Biplab Chakraborty

Department of Bengali, University of GourBanga, Malda, West Bengal, India

Abstract:
Nabarun Bhattacharyya has created different stories on similar themes. 'Foyarar sei manushjon', 'Panchugopal', 'Foyarar jonnya dushchinta', 'Mutual man' - in all these stories, we find Foyara, a prostitute. In the first two stories, Foyara as a character does not appear very significantly. The stories are centered on an anonymous short person (Bentelok) and a rickshaw puller named Panchugopal respectively. The third story is about the narrator and Foyara's life, their relationship and love. Foyara is also mentioned in the fourth story; however, it is not clear that whether this Foyara is the same person as mentioned in the former stories. Also in this story, Foyara and the narrator have a relationship and they want to have a family together. In this way this four short stories are somehow combined to form a single novel. In this article we will discuss on Foyara's character and others mentioned in the stories. We will also emphasize on the vivid life style of the marginal characters that asks for reader's sympathy. Furthermore, we will try to find out whether Foyara is only symbolic or not.
Key Words: Nabarun Bhattacharyya, short stories ,Foyara

ভূমিকা

ছোটগল্পকার হিসেবে নবারুণ ভট্টাচার্যের আবির্ভাব ১৯৬৮ সালে।[১] বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত এক শক্তিশালী কথাকার হিসেবেই তিনি বাংলা সাহিত্যের জগতে বিচরণ করে গেছেন...গত শতাব্দীর ছয়-সাতের দশকের অস্থির রাজনৈতিক সময়-ই হোক বা আট-নয়ের দশক থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দীতে নয়া ঔপনিবেশিক শক্তির সমাজের বিভিন্ন বর্গের উপর চাপিয়ে দেওয়া শোষণ – তাঁর সাহিত্যের বিষয় হয়েছে বারেবারে...১৯৯৬ সালে প্রকাশিত নিজের ছোটগল্পের ভূমিকায় তাই তিনি বলেছিলেন – "দলিত মথিত মানুষ ও তাদের জীবনের এক বিচিত্র ক্যালেইডোস্কোপের মধ্যে আমার জীবন কাটছে''[২] ...বিশেষ করে নয়া ঔপনিবেশিক শক্তির এই কৌশলী শোষণকে লেখক চিরস্থায়ী হিসেবে মানতে পারেন নি। এই অবস্থাটিকে পাল্টাতে চেয়েছিলেন। তাই লেখকের কথায় – "এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় চেতনা তৈরি করার ক্ষেত্রে সাহিত্যের অবশ্যই একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।''[৩] গল্প হোক বা উপন্যাস – দলিত-নিম্নবর্গীয়দের জীবন, শোষকের বিরুদ্ধে নবারুণ ভট্টাচার্যের সৃষ্ট চরিত্রদের লড়াই-প্রতিরোধ আমাদের কাছে পরম অনুপ্রেরণার এবং সাম্যবাদী ভাবনায় তাঁর সাহিত্য মানুষের মতো বাঁচবার শক্তি জোগায়, তাই ২০১৪ সালে মৃত্যুর[৪] পরও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের প্রতি পাঠকমহলের কৌতূহল কম নয়, বর্তমানে তাঁর সাহিত্যিক দর্শন নিয়ে চলছে নানা গবেষণাও...

উপাদানএবংগবেষণাপদ্ধতি

শুধু গল্পের বিষয়ই নয়, নবারুণ ভট্টাচার্যের গল্পের ভাষা(স্ল্যাং/স্যোশিওলেক্ট-এর ব্যবহার) এবং গল্প বলার ধরনেও আমরা লক্ষ করি – প্রথাগত "অভ্যেসগুলিকে অস্বীকার করার প্রতিনিয়ত পরীক্ষা।''[৫] নবারুণ ভট্টাচার্যের কথাসাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে একই থিমের বেশ কিছু রচনাও আমাদের চোখে পড়ে ।যেমন – 'টয়', 'ম্যালোরি' বা 'বেল্টের দাগ'; 'বেবি-কে' আর 'পরাজিত ও বেবি-কে'। আবার 'গুপ্তঘাতক', 'নেকলেস', '৯৮৬৪৪', 'সাংহাইতে এক সন্ধ্যা' এই চারটি গল্পকে একটি বড়ো গল্পের চারটি পর্ব বললে অত্যুক্তি হয় না।[৬] এরকমই একই থিমের চারটি গল্প হল – 'ফোয়ারার সেই মানুষজন', 'পাঁচুগোপাল', 'ফোয়ারার জন্য দুশ্চিন্তা','মিউচুয়াল ম্যান' – যা এই প্রবন্ধের মূল আলোচিত বিষয়। প্রথম তিনটি গল্প গত শতাব্দীর আটের দশকের মাঝামাঝি লেখা এবং শেষ উল্লেখিত গল্পটি এই শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে রচিত।[৭] উক্ত গল্প চারটির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরযোগ্যতার সম্পর্কসূত্রটি তৈরি হয়েছে বারাঙ্গনা ফোয়ারাকে কেন্দ্র করে। শুধু তাই নয় গল্প চারটির থিম-প্রেক্ষাপট মিলে মিশে এক সম্ভাব্য আখ্যানেরও রূপ পেয়েছে যেন !

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে চারটি গল্প এবং ফোয়ারা চরিত্রটি পর্যালোচনার পাশাপাশি ফোয়ারার সঙ্গে সম্পর্কীত মানুষজন, এমনকি প্রথম উল্লেখিত গল্পটির সেই বেঁটে লোক বা শেষ উল্লেখিত গল্পের মিউচুয়াল ম্যান চরিত্রটিও আলোচিত হবে।প্রবন্ধটিতে গুণসম্বন্ধীয় বিশ্লেষণ এবং পাঠপ্রতিক্রিয়াবাদের ভিত্তিতে আমরা মূলত এই চারটি গল্পের সমাজের নিম্নবর্গীয়-অনালোকিত চরিত্রগুলির মানবিকতাবোধ, সমাজসচেতনতা, জীবনে টিকে থাকার লড়াই, তাদের প্রেম-স্বপ্ন-কল্পনা, জীবনের প্রতি ভালোবাসা এই সজীব গুণাবলীগুলি - যা সহজেই পাঠকবর্গের সহানুভূতি আদায় করে নেয় তার প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করব ।এছাড়াও অনুসন্ধানের প্রয়াস থাকবে ফোয়ারা কী কোনও প্রতীক চরিত্র নাকি রক্ত মাংসের নারী-ই...তার প্রতিও।

পর্যালোচনা

ক) 'ফোয়ারারসেইমানুষজন': আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধটিতে পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্কযুক্ত উল্লেখিত চারটি গল্পের মধ্যে প্রথম গল্প – 'ফোয়ারার সেই মানুষজন'-কে যদি একটি সম্ভাব্য আখ্যান বা বড়ো গল্পের প্রথম পর্ব বা পরিচ্ছেদ হিসেবে ধরি (গল্প চারটি আখ্যান বা বড় গল্পের মর্যাদা পেতে পারে কি না তা এই প্রবন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব) তাহলে একটি কাহিনি পাব। গল্প শেষ হয়ে গেলেও কাহিনির রেশটি থেকেই যায়। গল্পের আবহ – প্রচণ্ড বৃষ্টি। কথক এক দেশি মদের ঠেকে বসে পাঁইট খাচ্ছে। মদের ঠেকটির কাছেই এক বেশ্যাখানা। কথকের ভাষায় – "মধ্যে মধ্যে মাছের ঝাঁকের মতো এক দেওয়াল ওপারে গলিতে দাঁড়ানো মেয়েগুলোর হাসি শোনা যাচ্ছিল। ওখানে ফোয়ারা বলে একটা মেয়েকে আমার খুব ভালো লাগে।''[৮] এইভাবেই আলোচ্য গল্পটিতে ফোয়ারার প্রথম প্রসঙ্গের দ্বারা ফোয়ারার বৃত্তি সম্বন্ধেও আমরা ধারণা পেয়ে যাই। এরপরই সেই মদের ঠেকে এক বেঁটে লোকের আবির্ভাব ঘটে। লোকটি বৃষ্টির দরুন জমা জলকে ডাঙা ভেবে ড্রেনের জলে পড়ে গেলে, কথক লোকটিকে সহায়তা করে। ঠেকের মালিকের ছেলেকে ডেকে চুন আনিয়ে লোকটির ক্ষতস্থানে তা লাগিয়ে দেয়। গল্পের সামগ্রিক অংশে কথক এবং ফোয়ারার সামান্য প্রসঙ্গ ছাড়া গোটা গল্প জুড়েই এই বেঁটে লোকটির কথা রয়েছে।

অ) লোকটির বাড়ি বোড়াল, প্রতি মাসের চার তারিখে বেতন পায়। মাসের ঐ দিনই সে কেবল মদ্যপান করে।

আ) লোকটির কথাবার্তা অসংলগ্ন।কথক যখন তার ক্ষতস্থানে চুন লাগিয়ে দিচ্ছিল তখন তার কথাগুলি – "সবকিছু এইভাবে সাইজ হয়ে যায়। বুঝলেন?...মাইনের দিন আমাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। কেমন সাইজ হয়ে গেল দেখলেন? পড়ে গেলাম, আপনি তুলে দিলেন। কিছুই পড়ে থাকে না। আমি না। খুকী না। কেউ না। সব সাইজ হয়ে যায়।''[৯]

ই) লোকটির স্ত্রী বিগত হয়েছে এক বা দেড় বছর আগে। সে স্ত্রীকে খুব ভালোবাসত। লেক, দমদম, ময়দান, যাদুঘর, দীঘা সে স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরেছে – স্মৃতির রোমন্থন করেছে সে কথকের সাথে।কথককে আবার সে পকেট থেকে একটা রেক্সিনের ধার ছেঁড়া ব্যাগে রাখা ময়লা ফটো বের করে দেখায়। সে তার রোগা বউ আর রোগা মেয়ে। - এই স্মৃতিসম্বলটুকু নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়...

ঈ) লোকটির মেয়ে খুকী। সে আবার বোবা। কথক তাকে তড়কা রুটি খেয়ে যেতে বললে সে জানায় – "খুকী ছাড়া আমি খাব না। না ভাই আমি গিয়ে ভাত ফোটাব।"[১০]– বুঝতে অসুবিধা হয় না সন্তানের প্রতি তার পরম ভালোবাসাটি।

এইভাবেই বেঁটে লোকটির জীবনের ট্র্যাজিডি আমাদের হৃদয়কে বিদ্ধ করে।অন্যদিকে কথক চরিত্রটিও এই গল্পে প্রায় স্পষ্ট হয়ে যায় আমাদের কাছে।বেঁটে লোকটি কথককের পেশা জিজ্ঞেস করলে কথক জানায় – "আমি করি ফোয়ারা।...ওই এক্সপোর্ট ইমপোর্ট।"[১১] বা নাম জানতে চাইলে কথক যা জবাব দেয় – "আমার নামে লোকে পুলিশ পোষে।নাই আর জানলেন।"[১২] তাতে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না সে সাংঘাতিক দাগি কেসের আসামী বা সমাজবিরোধী।পরের মাসের গোড়াতেই সে বিড়ি/বেঙ্গল পুলিশের হাতে ধরাও পরে, কিন্তু এক অচেনা বেঁটে লোকের প্রতি গল্পের কথকের সেবা-লোকটির দুঃখে সমব্যথী হওয়া বা জহর, কাশেম, পরেশ, বিনোদকে দিয়ে তড়কা রুটি এবং খুকীর জন্যে মিষ্টিসহ ন্যাবার রিকশায় তুলে দেওয়া আমাদের কথকের প্রতি

ভালোলাগা তৈরি করে।এইভাবেই এই গল্পে গল্পকার সমাজের অনালোকিত মানুষদুটির উপর আলো ফেলে আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন জীবন এবং মানবের প্রতি তাদের ভালোবাসার সজীব সুন্দর দিকগুলিকে…

খ) 'পাঁচুগোপাল':আগের পর্ব/পরিচ্ছেদ/বা গল্প – 'ফোয়ারার সেই মানুষজন' যাই বলি না কেন সেখানে কয়েকটি বিষয় অস্পষ্ট থেকে যায় – বেঁটে লোকটির সাথে আর কথকের কোনও দিন দেখা হল কিনা, গল্পের কথকের পরিচয়, বা তার সাথে ফোয়ারার সম্পর্ক কতোটা অগ্রগতি পেল...শেষ বিষয় দুটি অবশ্য পরবর্তী পর্ব/পরিচ্ছেদ/বা গল্প – 'পাঁচুগোপাল'-এও অস্পষ্ট থাকে।এই গল্পটিতে লেখকের এক ভালোবাসার মানুষ কলকাতার রিকশা চালক পাঁচুগোপালের কাহিনি বিবৃত হয়েছে।আর এই পাঁচুগোপালের পাশের গ্রামের মেয়ে হল আগের গল্পের সেই ফোয়ারা।আর এই প্রসঙ্গে-ই কথক পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছে – "অপ্রকাশিত থাকুক ফোয়ারা ও লেখকের সম্পর্ক।"[১৩] এইভাবেই পূর্বের গল্প/পর্বের সাথে এই গল্পের একটা সম্পর্ক তৈরি করতে চেয়েছেন নবারুণ ভট্টাচার্য।

এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পাঁচুগোপাল নিরীহ প্রকৃতির লোক।ঠাকুরের নামে রিকসা চালায় ,কাউকে খারাপ ভাষায় কথা বা মিথ্যে কথাও সে বলে না।রাত শেষ হতে না হতেই ভোর চারটে থেকে তার আর তার স্ত্রী মৌরির প্রতিদিনের জীবনের লড়াই শুরু হয়ে যায়।পাঁচুগোপালের স্ত্রী ডালকলে কাজ করে।আপাত নিরীহ-ঈশ্বর বিশ্বাসী-অতি সাধারণ এই রিকশা চালক পাঁচুগোপালের জীবনে আবার গোপন কয়েকটি অ্যাডভেঞ্চার আছে, যা প্রায় রূপকথার মতো – আর সেই কারণে গল্পের কথক তাকে ভালোবাসে-শ্রদ্ধাও করে।গল্পেবর্ণীতপাঁচুগোপালের জীবন সংক্রান্ত কয়েকটিঘটনারপরিচয়দিলেচরিত্রটিআরওপরিষ্কারহবে -

অ) পাঁচুগোপাল প্রায় সত্তরের দশক থেকেই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল পরিবেশ-খুন এইসব কিছুর সাক্ষী।বা সাধারণ কোনো ক্রাইমে খুন – যা কখনও আবার পলিটিকাল কেস হয়ে যায় – এইসব কিছুই পাঁচুগোপাল নজর করে যায়।গল্পকারের ভাষায় – "পাঁচুগোপালের এই সিভিক কারেজ আছে।"[১৪] সে এই ধরনের খুনে কেসের মৃতদেহের সাথে শ্মশানেও গেছে বহুবার।

আ) ফোয়ারাকে সে বিনা পয়সায় রিকশায় বসিয়ে হাওয়া-ও খাওয়াতে নিয়ে যায়।ফোয়ারার সাথে তার বন্ধুত্বটি বেশ সাহসের।তার স্ত্রীকেও সে ব্যাপারটা বলেছে।

ই) এই পাঁচুগোপাল-ই আবার বেপরোয়া রাজনীতির সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল।বিশেষ একটি কাজের জন্যে সে কথকের চেনা এক লোকের বাড়িতে রিকশার সিটের তলায় গামছায় জড়িয়ে একটি দেশি রিভলভার নিয়ে গিয়েছিল।পাঁচুগোপাল চেয়েছিল এই বন্দুক গর্জে উঠবে গরিবের স্বার্থে।

ঈ) মজা ভেড়িতে বোমা বাঁধার কারবারে মেছোকালীর হাতে বোমা ফেটে গেলে, পাঁচুগোপাল খবর পেয়ে দোকান থেকে দেশি মদ হাতিয়ে তা মেছকালীর মুখে ঢেলে প্রাণ বাঁচিয়ে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় রেখেছিল।

উ) বিভিন্ন নেতাদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাজবিরোধী কর্মসূচি চলার ফলে এক চোলাই বিক্রয়কারী ছেলে ধরা পরে।সেই অপরাধে ছেলেটিকে স্টেশনে উলঙ্গ করে পেটান হচ্ছিল।পাঁচুগোপাল ছেলেটিকে বাঁচানোর জন্য এলাকার নেতাদের কাছে যায় – সেই নেতারাই কিন্তু পাঁচিলে পা ঝুলিয়ে বসে চোলাই খাচ্ছিল।

উপরের ঘটনাগুলির নিরিখে সহজেই বোঝা যাচ্ছে পাঁচুগোপাল চরিত্রের ইতিবাচকদিকগুলি।উচ্চবিত্ত-বড়লোকদের মতো স্বার্থপর সে নয়।মানুষের প্রতি ভালোবাসা-সমাজের প্রতি তার একটি দায়িত্ববোধ আছে।অনেক পড়াশোনা জানা শিক্ষিতদেরও এই সজীব গুণ থাকে না।

তবে, পাঁচুগোপাল সম্বন্ধীয় যে ঘটনাটি আমাদের চমৎকৃত করে তা হল কথককে বলা তার মৃত্যু ইচ্ছা সংক্রান্ত বিষয়টি –"একটা খাল আছে।কানাখাল হলেও তাতে জল টলটল করত।মাছ হত।এখন তার গোটা জল নষ্ট, কালো।তার দুপাড় দিয়ে বিরাট চোলাই তৈরির কারখানা গমগম করছে।মালিক আছে, পুলিশ আসে।পুলিশ আসে, অনেক লোক কাজ করে।… চোলাই এখন ক্যাপচার করছে বাজার।…ওই কানাখালে ডিস্টিল করারপর বাতিল নানারকম জিনিস ফেলা হয়।খালের জল এখন কালো হয়ে গেছে।ওপরে বিষের সর ভাসে।সেই নষ্ট জলে সূর্যের ছায়া গ্রহণের মতো দেখায়।"[১৫] পাঁচুগোপাল একদিন সেই খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে নোংরা ফেলতে বারণ করবে।তাকে ধরে মালিকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে মালিক জানতে চাইবে সে

চোলাইয়ের কারখানায় কাজ চায় কিনা।পাঁচুগোপাল ভ্যাটের জালায় থান ইট মারবে।এরপর ওখানকার লোকজন পাঁচুগোপালকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে…এইভাবেই পাঁচুগোপাল মরতে চায়। বস্তুত পাঁচুগোপালের এই চাওয়া দূষিত পরিবেশ বাঁচানোর জন্য একটি ব্যক্তিগত আন্দোলনও।আপাত নিরীহ এই পাঁচুগোপালের মধ্যে ব্যক্তিগত বিস্ফোরণ ঘটাবার এক সম্ভাবনা আছে।এই বিস্ফোরণ সে এখন না ঘটালেও সেই সম্ভাবনার বিষয়টি গল্পকার কিন্তু পাঠকদের জনিয়ে দিয়েছেন। এইভাবেই এই গল্পেও সমাজের এক প্রান্তিক মানব এবং জীবনের উপর আলো ফেলেছেন গল্পকার।

গ) 'ফোয়ারারজন্যদুশ্চিন্তা':এই পর্ব বা গল্পে এসে ফোয়ারা এবং লেখক সংক্রান্ত সমস্ত অস্পষ্টতাগুলি স্পষ্ট হয়ে যায়।পূর্বের আলোচিত গল্পে ফোয়ারা-র উল্লেখ ছিল।কথক জানিয়েছেনও ফোয়ারার গল্প লিখে ফোয়ারকে তার সভ্য সমাজে পরিচিতি দানের প্রয়াসের কথা।আর এই গল্পের শুরুতেই কথক পাঠককে জানাচ্ছেন – "ফোয়ারার কথা এর আগে দুটো গল্পে আমি রটিয়েছি।কিন্তু বেশি কেউ জানতে পারেনি।…গল্পদুটো বেরিয়েছিল লিটল ম্যাগাজিনে।"[১৬] অর্থাৎ এখনো পর্যন্ত আলোচিত গল্প তিনটির মধ্যে বিশ্বস্ততার সম্পর্কসূত্রটি এইভাবেই আবারও তৈরি হয়ে যায়।এই পর্বে গল্পের কথক চরিত্রটি আরও স্পষ্ট।নিজের সম্বন্ধে কথক জানাচ্ছেন – "কোনো আর্টিস্টকে…চেম্বার হাতে হেকড়বাজ আমিটিকেও আঁকতে হচ্ছে না।"[১৭]'হেকড়' শব্দটির অর্থ হল – বদমায়েশ, অভদ্র, দেমাক, মেজাজ বা গোঁয়ার।[১৮] এই কথকের পূর্বের নানা কারবার এবং বর্তমান পেশাও এই গল্প থেকে আমরা জানতে পারছি – "এখন আর স্টেশনের পাশে তোলা আদায় করি না।চোলাই বা ট্যাবলেটের ব্যবসার লাইসেন্স দিই না।কান্ট্রি বা ফরেনের বামাল সাপ্লাই করি না।ডাকাতির গাড়ি চালাবার উলটোপালটা কেস নিই না।(মনে রাখতে হবে নিজ পেশা সম্বন্ধে প্রথম গল্পের বেঁটে লোকটিকে দেওয়া কথকের সেই উক্তিটি – "আমি করি ফোয়ারা।…ওই এক্সপোর্ট ইমপোর্ট।" – এই প্রসঙ্গে তাই কথকের বলা 'ফোয়ারা' শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থটি-ও অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।) মওকা বুঝে একটা ডিজেল ট্যাক্সি লড়িয়েছি।সকালে কড়কড়ে দেড়শো টাকা নিই।…কোনো ঝুটঝামেলা নেই।[১৯] একদা দাপুটে এই ক্রিমিনাল কথকের বয়েসের সাথে সাথে ভয় বৃদ্ধি পেয়েছে।এই ভয় ফোয়ারার জন্য।কথকের কথায় – "ফোয়ারা বেশ্যা কিন্তু সে যদি মরে যায় আমি পুরো নিলাম হয়ে যাব।"[২০] বা ফোয়ারা সম্বন্ধে কথকের এই কথাটি – "ওর হাসি, ওর কথা, খুঁজতে খুঁজতে হাল্লাক করে দেওয়া ওর শরীর সব আমার নিজের।"[২১] এই পর্ব বা গল্প স্পষ্ট করে দেয় কথক এবং ফোয়ারার সম্পর্কটিকেও।ফোয়ারার অসুখ।আমেরিকান জাহাজীরা ফোওয়ারাদের পাড়ায় আসার পর থেকেই ফোয়ারার অসুখ।ফোয়ারার রোগ মুক্তির জন্য কথক বড় ডাক্তার-ও দেখাচ্ছে।বস্তুত আমাদের আলোচিত প্রথম গল্পের মৃত স্ত্রীর জন্য বেঁটে লোকটার সেই যন্ত্রণা আর এই কথকের ফোয়ারার সম্ভাব্য মৃত্যু ভয়, অন্তরের বেদনা প্রায় এক হয়ে যায়।লোকটির বেদনাও কথককে বিদ্ধ করেছিল।

পূর্বের পর্ব বা গল্পগুলিতে কথক জানিয়েছিলেন – "ফোয়ারাদের হাসিতে বাসটা উল্টে যেত।"[২২] বা এই গল্পেই কথক জানাচ্ছেন – "ফোয়ারা যখন ঠমক দিয়ে গলির মুখে এসে দাঁড়াত তখন রিকসায় বউ-পাশে ভদ্দরলোকেরা হাঁদা বনে গরমে যেত।বাসে, লড়িতে টুকটাক ঠেকে যেত।"[২৩] আর অসুখের পরে ফোয়ারার এখন – "…গাল ঢুকে যাচ্ছে।চোখ বসে যাচ্ছে কোটরের তলায়।থিতিয়েযাচ্ছেফোয়ারা।পাঁজর, কন্ঠাঠেলেবেরোচ্ছে।ঠোঁটশুকনোমেরেযাচ্ছে।চুলউঠেযাচ্ছে।''[২৪] আবার গল্পে ফোয়ারা সম্বন্ধীয় কথকের অনুভূতি বা রূপের বর্ণনাগুলি –

অ) "যে কোনো রাতের চেয়ে ওর চোখের কাজল আমার দেখা সব থেকে পালিশ করা অন্ধকার।"[২৫]

আ) "রঙের আলো পড়লে ফোয়ারাও রঙ ধরে।আলোর গুঁড়ো ওড়ে।পাউডারের মতো।"[২৬]

এক শৈল্পিক উষ্ণতায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়।কথক ফোয়ারাকে কেবল পতিতার চোখেই দেখে নি বা শরীরসর্বস্ব করে পেতে চায় নি।রূপ নষ্ট হয়ে গেলেও পরম মমতায় পাশে থেকেছে, বা ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার সময় পাশ থেকে ফোয়ারার পুরোনো রূপ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে।

ফোয়ারা কেবল বারাঙ্গনা না, আশ্রয় দাত্রীও।অনেক পার্টির ক্যাডার গুলি খেয়ে ,কখনো বা কথকও পিঠে বোমা ফাটা অবস্থায় ফোয়ারার ঘরে আশ্রয় পেয়েছে; সাহচর্যও পেয়েছে তারা ফোয়ারার।এইভাবেই আপাত দৃষ্টিতে বেশ্যা বা ক্রিমিনাল দুটি চরিত্রের পজেটিভ দিকগুলির উপর লেখক নবারুণ ভট্টাচার্য আলোক সম্পাত করেছেন।সমাজের চোখে এরা ব্রাত্য-প্রান্তিক, কিন্তু এরাই সমাজকে আলো দেখাতে পারে।

ঘ)'মিউচুয়াল ম্যান':পূর্বের তিনটি গল্পের মতো এই গল্পটিতেও নির্ভরতার সূত্রটি ফোয়ারা এবং গল্পের কথককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও এই গল্পের ফোয়ারা এবং কথক কিন্তু আমাদের পূর্ব আলোচিত তিনটি গল্পের ফোয়ারা এবং কথক নয়।আলাদা ব্যক্তি।তবে, গল্পের পটভূমি এবং চরিত্ররা সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী এক শ্রেণির হওয়ায় এই গল্পটিও আমরা আলোচনা করব। 'মিউচুয়াল ম্যান' গল্পটিতে একজন মিউচুয়াল ম্যান রয়েছে, আর একজন গল্পের কথক – যে ফোয়ারাকে ভালোবাসে...সেও আবার মিউচুয়াল ম্যান হতে চায়। মিউচুয়াল ম্যান কোনো নাম নয় এটি একটা পদ বা উপাধি। দূরে কাছে মিলিয়ে তিনটি ব্ল্যাক মদের ঠেক আছে। মদের ঠেক তিনটির মধ্যে দুটি পড়েছে কলকাতা পুলিশ এবং অপরটি পড়েছে বেঙ্গল পুলিশের থানায়। এদের মধ্যে একটিতে আবার কলকাতা এবং বেঙ্গল উভয় থানার পুলিশ-ই রেড করে। "এবার আসবে মিউচুয়াল ম্যান – তিনটি ঠেকেরই এক মিউচুয়াল ম্যান...পুলিসকে ঠেকের নামে কেস দিতে হয়। এসব গভরমেন্টের নিয়ম...এইসব কেস যে খাবে সে কে? সে হল মিউচুয়াল ম্যান। অবশ্য ওখানেই বেল দিয়ে ছাড়াবার ব্যবস্থাও থাকে...মিউচুয়াল ম্যান পার কেস পাবে সত্তর টাকা। আর সেইসঙ্গে যে কোনো ঠেকে দুবেলা চোলাই ফ্রি।"[২৭] এই গল্পের বর্তমান যে মিউচুয়াল ম্যান সে দরজা জানলায় রং করায় খুব দক্ষ ছিল। একটি দুর্ঘটনায় সে জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকলে, বাড়ি ফিরে সে জানতে পারে তার স্ত্রী এক বাস কন্ডাক্টারের সাথে পালিয়ে গেছে। এহেন বিপর্যয়ের কালেই সে মিউচুয়াল ম্যানের কাজটি পায়। অন্যদিকে এই মিউচুয়াল ম্যানকে সর্বদা নজরে রাখে গল্পের কথক। সে বুঝতে পেরেছে ভাঙা পা আর পেট পুরে দুবেলা চোলাই খেয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। তাই কথক মিউচুয়াল ম্যানের সাথে সাথে থাকে...মিউচুয়াল ম্যান মারা গেলে সে যদি এই কাজটা পায়। মিউচুয়াল ম্যানের পালিয়ে যাওয়া স্ত্রীর বর্তমান স্বামী সেই কন্ডাক্টার এক ব্যক্তি সহ স্ত্রীর রেখে যাওয়া গয়নার লোভে মিউচুয়াল ম্যানকে আক্রমণ করতে এলে কথক-মোগলাই তাকে রক্ষা করে। 'মিউচুয়াল ম্যান' গল্পের এই কথক নির্দিষ্টভাবে কোনো কাজ করে না। "একবেলা হয়তো কোনো ড্রাইভারের সঙ্গে বাঁটোয়ারা করে রিকসা চালিয়ে নিলাম।...ক্যাটারির দোকান, রং-এর দোকান, অ্যাসিডের গুদাম, ডুম তৈরির কারখানা, হিন্দু হোটেল, সাট্টার ঠেক, ডেকরেটার, স্কুটার-মোটর সাইকেলের গ্যারেজ, বাঁশের গোলা, সেলুন, বিউটি পার্লার, চীনে রেস্টুরেন্ট – খুচখাচ কিছু না কিছু জুটে যায়।"[২৮] কথকের খাওয়া দাওয়ার ভাবনা নেই, রাতে সে মসজিদের বারান্দা, ক্লাবঘর বা মুন্নার গ্যারেজের কোনো গাড়ির ভিতরে ঘুমোয়। কিন্তু কথকের তাও একটাই চিন্তা – "সামনের বছর বা তার পরের বছর বা তার সামনের কোনো একটা দিনে ফোয়ারা আর আমার যদি বিয়েটা হয়েই যায় তাহলে এভাবে তো আর চলতে পারে না। বউ নিয়ে কেউ ক্লাবের ঘরে শোয়?"[২৯] তাই মিউচুয়াল ম্যানের যা যা আছে তারও সেইসব লাগবে। বস্তুত ফোয়ারাকে পাওয়ার জন্য কথকের মিউচুয়াল ম্যান হওয়ার যে বাসনা বা বহুমুখী কর্মে লিপ্ত থেকে জীবনধারণের প্রয়াস তা নিজ অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখবার জন্য-জীবনে টিকে থাকার লড়াইয়ের-ই নামান্তর। পূর্বের আলোচিত গল্পগুলির চরিত্র বা প্রেক্ষাপটের মতো এই গল্পটির প্রেক্ষাপট এবং চরিত্র-ও এক। এরাও সমাজের প্রান্তিক চরিত্র-ই। তাই পূর্বের আলোচিত গল্পের ফোয়ারা বা কথক এই গল্পে আলাদা হলেও সামাজিক প্রান্তিকতায়, জীবনের প্রতি ভালোবাসায় এরা সকলেই এক শ্রেণির...তাদের জীবনের লড়াই বা নানারূপ এবং বিচিত্র জীবিকার উপর আলো ফেলেছেন গল্পকার এইভাবেই।

মূল্যায়ন

এই প্রবন্ধটিতে আমরা এতোক্ষণ নবারুণ ভট্টাচার্যের লেখা একই থিমের চারটি গল্প 'ফোয়ারার সেই মানুষজন', 'পাঁচুগোপাল', 'ফোয়ারার জন্য দুশ্চিন্তা', 'মিউচুয়াল ম্যান'-এর কাহিনি এবং চরিত্রগুলির পর্যালোচনায় রত ছিলাম। মূল আলোচনায় আমরা ছয়টি চরিত্রের কথা বলেছি। চরিত্রগুলির বৈশিষ্টগুলি সংক্ষেপে আরও একবার দেখে নেবো আমরা।

অ) প্রথম তিনটি গল্পের কথক চরিত্র – ক্রিমিনাল, জীবনের প্রতি এবং মানবের প্রতি ভালোবাসা প্রবল। সে জীবনে যা দুষ্কর্ম করেছে তা সবই জীবনে নিজ অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। ফোয়ারার প্রতি তার ভালোবাসা অপার।

আ) বেঁটে লোক – এই লোকটির মৃত স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রবল, বোবা মেয়ে খুকীকেও সে ভালোবাসে, মেয়ের জন্যেই সে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

ই) পাঁচুগোপাল – আলোচিত চারটি গল্পের মধ্যে পাঁচুগোপাল সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় চরিত্র। স্ত্রীর প্রতি, ফোয়ারার প্রতি, মানবের প্রতি, সমাজ-পরিবেশের প্রতি তার ভালোবাসা আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না।

ঈ) মিউচুয়াল ম্যান এবং 'মিউচুয়াল ম্যান' গল্পের কথক – এই দুটি চরিত্রের যা কিছু কর্ম, সবই জীবনে টিকে থাকার জন্য। এই গল্পের কথকও ফোয়ারাকে জীবনে পেতে চায়।

বস্তুত এই চারটি গল্পের চরিত্রগুলির প্রত্যেকেরই জীবনের প্রতি-মানবের প্রতি বা প্রেমিকার-স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রবল। তাই গল্প চারটির মূল থিম যদি আমরা ভালোবাসা বলি বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। আর চারটি গল্পের পারস্পরিক নির্ভরতার কেন্দ্রে রয়েছে ফোয়ারা। আর প্রথম তিনটি গল্পের কথক-ই হোক বা 'মিউচুয়াল ম্যান' গল্পের কথক কিংবা পাঁচুগোপাল প্রত্যেকেই ফোয়ারাকে ভালোবাসে। এই ভালোবাসা শুধুই শরীরী নয়। তাই এই কারণেই আমাদের মনে হয়েছে ফোয়ারা প্রেম-ভালোবাসা-রোমান্স-স্বপ্ন-কল্পনার এক প্রতীক চরিত্র। জীবনে টিকে থাকার জন্য অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই-এ সমস্ত প্রান্তিক-দলিত মানুষদের এক অনুপ্রেরণা।

এই প্রবন্ধটির শেষে আমরা আরও একটি কথা বলতে চাই এই সমথিমের চারটি গল্প মিলেমিশে একটি ছোটো আখ্যানের মর্যাদা পেতে-ই পারে। পতিতা পল্লি-দেশী মদের ঠেক-কলকাতার রং বাজদের এলাকার মতো শহরের প্রান্তীয় অঞ্চলের মানুষেরা গল্পের মূল চরিত্র হয়ে উঠেছে। গল্প বলার ধরন-গল্পের ভাষা-চরিত্র সবেতেই লেখক স্বাতন্ত্র্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা যদি একটি প্রগতিশীল সমাজের স্বপ্ন দেখি তাহলে মানুষের প্রতি শোষণ নয় মানুষকে মানুষের মতো মর্যাদা দিতে হবে। শোষিত বা আপাত নিরীহ মানুষ-ও কিন্তু আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটাবার ক্ষমতা রাখে। পাঁচুগোপালের মতো প্রত্যেক নীরব শোষিতের বুকের খাঁচায় একটি ঘুমন্ত রিভলভার পোষা আছে, যা শোষক জানে না। তাই যে কোনও পর্যায়ই হোক না কেন শোষণের মাত্রা নিরন্তর বাড়তে থাকলে বুলেট কিন্তু নির্গত হবেই। নবারুণের সাহিত্য পাঠের বিস্ফোরণের যে ঝুঁকি তা পাঠক কিন্তু একদিন নেবেই ।

ঋণ

নবারুণ ভট্টাচার্যের *শ্রেষ্ঠ গল্প* গ্রন্থে রাজীব চৌধুরীর লেখা 'নবারুণ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ গল্প' শিরোনামাঙ্কিত আলোচনাটি থেকে আমরা বিশেষভাবে ঋণী। আর এই প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্তসার ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়ার জন্য বালুরঘাট কলেজের (দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।) বোটানি বিভাগের প্রজেক্ট ফেল শ্রী অয়ন দাসের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

তথ্যসূত্র

১। ১৯৬৮ সালে *পরিচয়*পত্রিকায় নবারুণ ভট্টাচার্যের প্রথম গল্প 'ভাসান' প্রকাশিত হয়েছিল।

২। নবারুণ ভট্টাচার্য, 'ভূমিকা' ,*নবারুণ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প,* ১৯৯৬, কলকাতাঃপ্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা ৯।

৩। তদেব।

৪। ২০১৪ সালের ৩১ জুলাই নবারুণ ভট্টাচার্যের মৃত্যু হয়।

৫। রাজীব চৌধুরী, 'নবারুণ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ ',*শ্রেষ্ঠগল্প,*২০১০, কলকাতাঃ দে'জ, পৃষ্ঠা ৯।

৬। রাজীব চৌধুরী, 'নবারুণ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠগল্প', *শ্রেষ্ঠ গল্প,* ২০১০, কলকাতাঃ দে'জ, পৃষ্ঠা ১২-১৩।

৭। 'পাঁচুগোপাল' ১৯৮৫ সালে *সপ্তাহ*পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'ফোয়ারার সেই মানুষজন'-ও একই সময়ে লেখা। ১৯৮৬ সালে *প্রমা*-তে প্রকাশিত হয়েছিল 'ফোয়ারার জন্য দুশ্চিন্তা' গল্পটি। উক্ত তিনটি গল্পই ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত 'নবারুণ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প' সংকলন গ্রন্থটিতে স্থান পায়। আর 'মিউচুয়াল ম্যান প্রকাশিত হয়েছিল ২০০১ সালে *কালান্তর* -এ।

৮। নবারুণ ভট্টাচার্য,'ফোয়ারার সেই মানুষজন',*নবারুণ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প,* ১৯৯৬, কলকাতাঃপ্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা ৪৪।

৯। তদেব।
১০। নবারুণ ভট্টাচার্য,'ফোয়ারার সেই মানুষজন',*নবারুণ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প,*১৯৯৬, কলকাতাঃপ্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা ৪৭।
১১। তদেব।
১২। নবারুণ ভট্টাচার্য,'ফোয়ারার সেই মানুষজন',*নবারুণ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প,* ১৯৯৬, কলকাতাঃপ্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা ৪৮।
১৩। নবারুণ ভট্টাচার্য,'পাঁচুগোপাল',*শ্রেষ্ঠগল্প,* ২০১০, কলকাতাঃ দে'জ, পৃষ্ঠা ৮৯।
১৪। তদেব।
১৫। নবারুণ ভট্টাচার্য,'পাঁচুগোপাল',*শ্রেষ্ঠগল্প,* ২০১০, কলকাতাঃ দে'জ, পৃষ্ঠা ৯৩।
১৬। নবারুণ ভট্টাচার্য,'ফোয়ারার জন্য দুশ্চিন্তা',*শ্রেষ্ঠগল্প,* ২০১০, কলকাতাঃ দে'জ, পৃষ্ঠা ১১০।
১৭। তদেব।
১৮। অভ্র বসু, *বাংলা স্ল্যাং সমীক্ষা ও অভিধান,* ২০১২, কলকাতাঃ প্যাপিরাস, পৃষ্ঠা ৪৪৪।
১৯। নবারুণ ভট্টাচার্য,'ফোয়ারার জন্য দুশ্চিন্তা',*শ্রেষ্ঠগল্প,* ২০১০, কলকাতাঃ দে'জ, পৃষ্ঠা ১১০।
২০। তদেব।
২১। তদেব।
২২। নবারুণ ভট্টাচার্য,'ফোয়ারার সেই মানুষজন',*নবারুণ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প,* ১৯৯৬, কলকাতাঃপ্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা ৪৫।
২৩। নবারুণ ভট্টাচার্য,'ফোয়ারার জন্য দুশ্চিন্তা',*শ্রেষ্ঠগল্প,* ২০১০, কলকাতাঃ দে'জ, পৃষ্ঠা ১১১।
২৪। তদেব।
২৫। নবারুণ ভট্টাচার্য,'ফোয়ারার জন্য দুশ্চিন্তা',*শ্রেষ্ঠগল্প,* ২০১০, কলকাতাঃ দে'জ, পৃষ্ঠা ১১০।
২৬। নবারুণ ভট্টাচার্য,'ফোয়ারার জন্য দুশ্চিন্তা',*শ্রেষ্ঠগল্প,* ২০১০, কলকাতাঃ দে'জ, পৃষ্ঠা ১১১।
২৭। নবারুণ ভট্টাচার্য,'মিউচুয়াল ম্যান',*শ্রেষ্ঠগল্প,* ২০১০, কলকাতাঃ দে'জ, পৃষ্ঠা ২০৭।
২৮। তদেব।
২৯। নবারুণ ভট্টাচার্য,'মিউচুয়াল ম্যান',*শ্রেষ্ঠগল্প,* ২০১০, কলকাতাঃ দে'জ, পৃষ্ঠা ২০৮।